সাতদিন

৩০ মে : সুরমা নদীর ওপর ঝুলন্ত সেতুর দাবিতে সিলেটে গণদাবি পরিষদের আহ্বানে হরতাল পালিত।

কুমিল্লার একটি অনিয়মিত দৈনিকের প্রকাশক ও সম্পাদক মোঃ গোলাম মাহফুজকে তার অফিসকক্ষে হত্যা করা হয়।

৩১ মে : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগসহ বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচি চলাকালে বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পর ছাত্রদল ক্যাডাররা কমান্ডো স্টাইলে ছাত্রলীগ ও বাম ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালায়।

অসহনীয় গরমে হিটস্ট্রোক করে ১৫ জনের মৃত্যু।

১ জুন : জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষমেলা শুরু।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সংঘবদ্ধ হাইওয়ে ডাকাতদলের দু' ডাকাত ক্রসফায়ারে নিহত।

২ জুন : কুমিল্লা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশ ও আনসারের দফায় দফায় সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩০ জন আহত।

টঙ্গী বিসিক শিল্পনগরীতে তীব্র গ্যাস সংকটে উৎপাদন বন্ধ।

৩ জুন : আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানির গ্যাস টারবাইন ইউনিট ১-এর ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে ৮টি ইউনিটের ৬টি ইউনিটই বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন।

৪ জুন : বরিশাল মেডিকেল কলেজে শিবিরের ওপর ছাত্রদলের হামলায় আহত ১৫ জন ও ২৩টি কক্ষ ভাঙচুর।

ফরিদপুর-১ আসন থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সাংসদ কাজী সিরাজুল ইসলামের বিএনপিতে যোগদান।

৫ জুন : হাটকে কেন্দ্র করে নাটোরে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হয় ১ জন। আহত শতাধিক।

বাসভাড়া বৃদ্ধিতে বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

হায় ছাত্রদল!

এক. জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঘোর সমালোচকরা এখনো ছাত্রদলকে একটা কবিতার লাইনের ভেতর বেঁধে রাখতে চান। লাইনটি হচ্ছে 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ!' কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন, মূল দল বিএনপির মতো ছাত্রদলের জন্মও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, ক্যান্টনমেন্টের ভেতর। শুরু থেকেই 'ক্ষমতা' যাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পকেটের ভেতরে ছিল। তাই ক্ষমতার হালুয়া- রুটির ভাগ নিতে হল দখল, অস্ত্রবাজি শুরু থেকেই ছিল ছাত্রদলের সঙ্গী। একেবারে গোড়ার দিকে, যারা ছাত্রদলের জন্ম প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এমন একজন হচ্ছেন ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী। তিনি তার এক লেখায় অস্ত্রবাজি, হল দখল বা পেটোয়াবাজির ভূমিকা থেকে ছাত্রদলকে সরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, এরশাদের সময় সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদল ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। ছাত্রদলের শুভাকাঙ্ক্ষীরা জন্মই আমার আজন্ম পাপের বিপরীতে কথা বলা শুরু করেন 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো!'

অস্ত্র ও পুলিশ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্মম নির্যাতন ভালো কর্ম কিনা, ছাত্রদলের শুভাকাঙ্ক্ষীরাই সেটা ভালো বলতে পারবেন।

দুই. অস্ত্রের মোকাবেলায় অস্ত্রবাজ হওয়া তথা 'নেগেটিভ হিরোইজম' ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকলে ছাত্রদলের উত্থান পর্বে দুই সহোদর মাহবুবুল হক বাবলু ও সানাউল হক নীরু আলোচনার পাদপ্রদীপে উঠে আসেন। এরশাদ শাসনামলের প্রথম চার বছর নীরু ও বাবলুকে নিয়ে যতো দেয়াল লিখন লেখা হয়েছে, অন্য কোনো ছাত্রনেতা বা ক্যাডারকে নিয়ে সেটা হয়নি। অথচ মাহবুবুল হক বাবলু মুহসীন হলে বোমা বানাতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন, যদিও আজতক ছাত্রদল বাবলুর মৃত্যুবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে। আর নীরু জনগণ তথা খোদ ছাত্রদলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোলাম ফারুক অভি ও তার দলবল নিয়ে স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। নীরু ও অভি গং এবং স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষ ও ছাত্রদের মধ্যেকার সংঘর্ষে ডা. মিলন নিহত হন। আন্দোলন বেগবান হয়, পতন ঘটে এরশাদের।

স্বভাবতই এরপর আর নীরু ছাত্রদল কিংবা বিএনপিতে থাকতে পারেননি। জাতীয় পার্টি থেকে এমপি নির্বাচিত হলেও ক্ষমতার অপব্যবহার করে অভি গত শাসনামলের এক প্রতিমন্ত্রীর শ্যালিকার সঙ্গে ছয় মিনিটের পর্নো ছবি তৈরি করেন যেখানে নিজেই ছিলেন নায়ক! তবুও মূল ছাত্রদল ছিল বিএনপির 'একমাত্র ভরসা' যাদের ওপর ভর করে ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পেরেছিল।

তিন. বেগম খালেদা জিয়া ব্যাপারটি মনে রেখেছিলেন। তাই বিএনপির গত আমলে তিনি বলেছিলেন, বিরোধী দলকে মোকাবেলা করার জন্য ছাত্রদলই যথেষ্ট। এরপর তার কথা মনে রাখে ছাত্রদল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শাম্মী আখতার হ্যাপী বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। এই শোকে উন্মাতাল সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের 'চোর পেটানোর' মতো পিটিয়েছে ছাত্রদলের পান্ডারা। অবশ্য এর নাম যদি মোকাবেলা হয় তাহলে ছাত্রদলকে অভিনন্দন!

চার. এরশাদের সশস্ত্র পান্ডা, যারা জাতীয় ছাত্রসমাজ কিংবা যুব সংহতির নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-একটি হলে দখল করে রেখেছিল, তাদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত

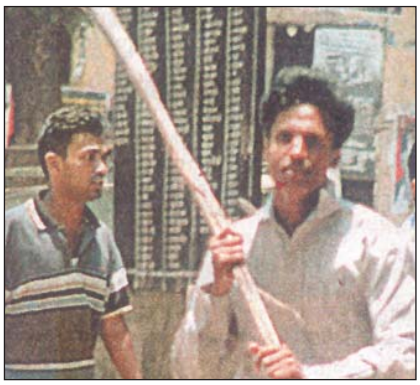

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রদলের হামলা

হয়েছিলেন রাউফুন বসুনিয়া। ঘটনাটি আজ থেকে ২০ বছর আগের। বসুনিয়ার লাশ সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল এরশাদের পান্ডারা ও পেটোয়া পুলিশ। মধ্যরাতে সেদিন প্রতিরোধে নেমেছিল সাধারণ ছাত্ররা। ছিনিয়ে এনেছিল বসুনিয়ার লাশ। এরপর তার লাশ মুহসীন হলে জাতীয় পতাকা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে সেদিন বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল ছাত্রদলের নেতারা। এরপর থেকেই মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তারপর সারা দেশে ছাত্রদলের 'নেগেটিভ হিরোইজম' ক্রমশ জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরপর রাউফুন বসুনিয়ার নামে একটি তোরণ হয়েছে। যেখানে লেখা আছে 'তোমার মৃত্যুতে পৃথিবীর দু'ভাগ জল অশ্রু হয়ে গেছে, রাজপথ হয়েছে আজ সাহসী মিছিল।'

ঘাতক বাসের চাকার পিষ্ট হয়ে হ্যাপী মারা যাবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছিল সাহসী মিছিল। হায় কি কনট্রাস্ট! কি বৈপরীত্য! সেই সাহসী মিছিল ভেঙেছে ছাত্রদলের মাস্তানরা আর সঙ্গে ছিল পেটোয়া পুলিশ।

পাঁচ. হ্যাপীর ঘটনাই প্রথম নয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ছাত্রদলের কমিটি গঠনের কথায় পরে আসা যাক। পেটোয়া বাহিনীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ছাত্রদলের তেমন ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ২০০২ সালের জুলাইয়ের কোনো এক মধ্যরাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন দমানোর নাম করে শামসুন্নাহার হলে হামলে পড়েছিল পুলিশ। পুলিশের এই বর্বর আচরণের প্রতিবাদে ছাত্ররা রাস্তার নেমে এসেছিল। তাদের মিলিত প্রতিরোধের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তখনকার ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্বে এই সফল আন্দোলনের পরেও প্রথম পুরস্কার জোটে আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর কপালে। তিনি রাষ্ট্রদূত হতে পারেন। সেবারও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কপালে জুটেছিল পুলিশ ও ছাত্রদলের বেধড়ক পিটুনি ও অত্যাচার! সাধারণদের সম্ভবত এ ছাড়া অন্য কোনো নিয়তি নেই।

ছয়. আগেই লেখা হয়েছে, এরশাদবিরোধী আন্দোলনে 'সন্ত্রাস ঠেকাতে সন্ত্রাস' কৌশলে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছিল ছাত্রদল। সে সময় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি ছিল নিয়মিত ঘটনা। ছাত্রদলের জালাল-বাবলু কমিটি গঠনের পরদিন এরশাদ সরকারের সঙ্গে হাত মেলান এবং জালাল অস্ট্রেলিয়া চলে যান পররাষ্ট্র দপ্তরের চাকরি নিয়ে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ছাত্রদলের সঙ্গে ছাত্রলীগ, জাসদ ছাত্রলীগ কিংবা এরশাদের পান্ডাদের সঙ্গে সংঘর্ষে যতোজন ছাত্রদল নেতা বা কর্মী নিহত হয়েছেন, তার দ্বিগুণেরও বেশি কর্মী ক্যাডার নিহত হয়েছেন ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের কথা থাকলেও মাত্র একবারই এভাবে কমিটি গঠিত হয়েছিল। বিএনপির গত আমলে সেবার সভাপতি হয়েছিলেন রুহুল কবীর রিজভী (রিজভী আহমেদ) এবং ইলিয়াস আলী। ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বে সেবার মামুন ও মাহবুব নিহত হলে কমিটি ভেঙে দেয়া হয়। এরপর আর ছাত্রদলের ইলেকটেড কমিটি গঠিত হয়নি। সবই বিএনপির উচ্চ মহলের সিলেকটেড।

গত আওয়ামী লীগের আমলেও ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বে পিন্টু গ্রুপের এক ছাত্র নিহত হয়েছিল। খোদ নাসির উদ্দিন পিন্টুর লোকজন সাবেক ছাত্রদল সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টুকে কানে কোপ দিয়ে গুরুতর আহত করেছিল। একটি সাপ্তাহিকে তখন ছাপা হয়েছিল এই শিরোনামে- ভ্যানগগও নয়, রমজানও নয়, ছাত্রদলের লাল্টু!

তারপরও ছাত্রদলের কিছু ত্যাগী নেতা

সেমিনারে বক্তারা

আহমদিয়া জামাতের ওপর বর্বরোচিত হামলা

দেশে ক্ষমতাসীন জামায়াতে ইসলামীর আক্রোশের শিকার হচ্ছে আহমদিয়া জামাতের লোকজন। পাশাপাশি খতমে নবুওয়তের ব্যানারেও হামলার ঘটনা ঘটছে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন নেতৃবৃন্দ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার যতীন্দ্রনগর গ্রামে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ওপর খতমে নবুওয়তের হামলা সরেজমিন পরিদর্শন শেষে গোটা ঘটনাকে 'কারবালার বিভীষিকা' বলে অভিহিত করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সরেজমিন ঘুরে আসা বিচারপতি কেএম সোবহান। সার্বিক চিত্র তুলে ধরে বক্তৃতা করেন জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন কলামিস্ট সাবেক সচিব মহিউদ্দিন আহমদ, কাজী মুকুল প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে 'উপাসনালয়' সাইনবোর্ড লাগিয়ে ৪১ অনুচ্ছেদের মৌলিক অধিকার গুরুতর লঙ্ঘন করেছে খোদ পুলিশ। জোট সরকার পাকিস্তানকেন্দ্রিক খতমে নবুওয়তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সেমিনারে সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'জামায়াতি আক্রোশের শিকার কাদিয়ানিরা' ফটো কপি উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করে।

সেফওয়ে

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস Lv‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

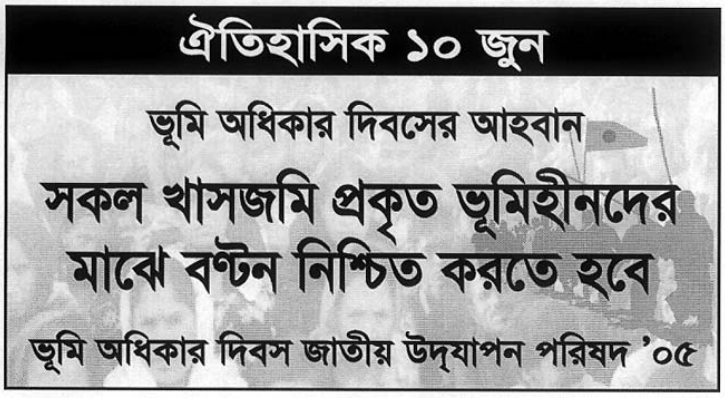

নেতৃত্বে এসেছেন, যারা সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। ব্যক্তিগত রাজনীতিতে তারা অস্ত্র বহনকারী ক্যাডার ছিলেন না। আমানউল্লাহ আমান এমপি, রুহুল কবির রিজভী, খায়রুল কবীর খোকন, শহীদউদ্দিন চৌধুরী অ্যানি এমপি, হাবিবুন নবী সোহেল, সাহাবুদ্দিন লাল্টু এমনকি আজিজুল বারী হেলালরা ক্যাডার ছিলেন না।

তবু কেন ছাত্রদল অতীত ছায়া মাড়িয়ে পথ হাঁটে?

সাত. ছাত্রদল যখনই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হয় তখনই তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। নিন্দুকেরা অতীতের ঘটনাগুলো স্মরণ করেন। স্বাধীনতাকামী সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দমাতে আর নিষ্ঠুর ঠ্যাঙ্গানি দিতে আইয়ুবশাহী একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন যার নাম ছিল এনএসএফ বা ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হল দখল, সন্ত্রাস, খুনোখুনি, চাঁদাবাজি এনএসএফই প্রথম শুরু করেছিল। সেই এনএসএফের পাঁচপাত্তুর খোকার মতো অভি, নীরুরা কিন্তু ছাত্রদল থেকে হারিয়ে গেছে। ছাত্রদলের সেই পথেই যাওয়া উচিত ছিল। কারণ ছাত্রদলের শত্রুরাও চাইবে না, ছাত্রদল এনএসএফ হয়ে টিকে থাকুক।

আর ছাত্রদলের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলেন, ছাত্রদলের কিছুই হবে না। ১৯৮৮ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাছে ডাকসু নির্বাচনে হারার পর ছাত্রদলের পান্ডারা ছাত্রী মিছিলে হামলা চালিয়েছিল। ন্যক্কারজনক এই ঘটনায় ছিঃ ছিঃ পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল জয়ী হয়েছিল, রোকেয়া-শামসুন্নাহার হলে ছাত্রদলই বেশি ভোট পেয়েছিল। ছাত্রদলের শুভাকাঙ্ক্ষীরা কেউ কেউ তখন কাব্য করে বলতেন, 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে'! সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কপাল ভালো যে ছাত্রদলের পোলাপাইন অস্ত্র নিয়ে মাঠে নামেনি। শাম্মী আখতার হ্যাপী মারা যাওয়ার পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যারা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে, ছাত্রদলের ছেলেরা বড়জোর তাদের চড় থাপ্পড় মেরেছে, গাছের ডাল ভেঙে পিটিয়েছে।

কি আর করা? কোনো রাজনীতির পতাকা হাতে নয়, সেসব ছাত্রছাত্রী শুধু হ্যাপী হারানোর বেদনাকে পুঁজি করে পুলিশ ও ছাত্রদলের পান্ডাদের এসব আদর-সোহাগ সহ্য করে রাস্তায় নেমেছিলেন, মিছিলে গিয়েছিলেন, তাদের প্রতি হাতজোড় করে বলি, প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন, হ্যাপীর ক'দিন থেকে পাওয়া স্বপ্ন পূরণের জীয়নকাঠিটা তোমরা কখনও হাতছাড়া করো না কেউ! দোহাই তোমাদের।

এই জীয়নকাঠিই নিয়ে যাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতে ।

আহসান কবির

'আন্ডারওয়ার্ল্ডের শীর্ষসন্ত্রাসী আরমান ৩ বছর ঢাকাতেই ছিল!'

রাজধানীর যে ২৩ শীর্ষসন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, তাদেরই একজন আরমান আলী। সন্ত্রাসীদের গুরু। দীর্ঘদিন দাবড়ে বেড়িয়েছেন রাজধানীজুড়ে। সন্ত্রাস, রাহাজানি, খুন, চাঁদাবাজিসহ এহেন কাজ নেই যা আরমান ও তার বাহিনী করেনি। সে ও তার বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতো রাজধানীর রমনা, খিলগাঁও, তেজগাঁও থানার বিশাল এলাকা। তাদের আয়ের একটি বড় উৎস ছিল চাঁদাবাজি। বিশাল এক সন্ত্রাসী বাহিনীর নিয়ন্ত্রক আরমান খুবই সুদর্শন চেহরার যুবক। কিন্তু তার নাম শুনলে কারো মুখ দিয়ে 'রা' শব্দটি পর্যন্ত বের হতো না। আন্ডারওয়ার্ল্ডের এ সন্ত্রাসী গত ৩ জুন র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর একেবারেই ম্রীয়মাণ হয়ে পড়েন।

২০০১ সালের নবেম্বর মাসে সরকার রাজধানীর আন্ডারওয়ার্ল্ডের ২৩ শীর্ষসন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। সে তালিকায় আরমানের স্থান ছিল ১২ নম্বরে। ইতিমধ্যে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দীর্ঘ প্রায় ৪ বছর পর গত ৩ জুন সকাল ৯টায় ধানমন্ডির ১৪/এ নম্বর রোডের ২৯ নম্বর 'মনোরমা' অ্যাপার্টমেন্টের পঞ্চমতলা থেকে র‍্যাব তাকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত র‍্যাবের একটি দল তাকে নিয়ে ঘোরে রাজধানীর মগবাজার, সাভার, কেরানীগঞ্জ ও ধানমন্ডি থানাসহ বিভিন্ন এলাকা। সর্বশেষ সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে র‍্যাব সদস্যরা তাকে নিয়ে উপস্থিত হয় ধানমন্ডি থানায়। সেখানেই কথা হয় আন্ডারওয়ার্ল্ডের শীর্ষসন্ত্রাসী আরমানের সঙ্গে। কথোপকথনের সময় আরমান অকপটে বলেছে তার সন্ত্রাসী হয়ে ওঠার কথা এবং কিভাবে ৩ বছর ধরে ঢাকায় বসবাস করছে সে কাহিনী। তার সঙ্গে কথোপকথনের অংশগুলো তুলে ধরা হলো সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের জন্য।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি কবে থেকে দেশে আছেন?

আরমান : প্রায় ৩ বছর।

২০০০ : ঢাকায় কোথায় থাকতেন?

আরমান : ধানমন্ডির একটি ভাড়া বাসায়।

২০০০ : কত টাকা ভাড়া দিতেন?

আরমান : মাসে ১২ হাজার টাকা।

২০০০ : এখানে আপনার সঙ্গে আর কে কে থাকতো?

আরমান : আমি এবং আমার কাজের ছেলে ইসলাম।

২০০০ : আপনি ধানমন্ডিতে থাকতেন, পুলিশ জানতো না?

আরমান : না, কেউ জানতো না।

২০০০ : ঢাকায় থাকার আগে কোথায় ছিলেন?

আরমান : কোলকাতা শহরের ঘড়িয়া এলাকায়।

২০০০ : কত দিন ছিলেন?

আরমান : ৬ মাস।

২০০০ : কবে গিয়েছিলেন?

আরমান : ২০০২ সালের শেষ দিকে সরকার যখন আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে।

২০০০ : দেশে ফিরলেন কেন?

আরমান : ইচ্ছা ছিল আত্মসমর্পণ করবো।

২০০০ : তাহলে এতো দিন আত্মসমর্পণ করলেন না কেন?

আরমান : সুযোগ পাচ্ছিলাম না।

২০০০ : আপনার সঙ্গে আন্ডারওয়ার্ল্ডের অন্য সন্ত্রাসীদের যোগাযোগ আছে?

আরমান : না নেই। কারো সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।

২০০০ : আপনি সন্ত্রাসী হলেন কেন?

আরমান : পরিস্থিতির শিকার হয়ে।

২০০০ : সেই পরিস্থিতিটা কি?

আরমান : না, এ ব্যাপারে আমি কোনো কথা বলবো না।

২০০০ : সন্ত্রাসী জীবনে কয়টি খুন করেছেন?

আরমান : এটাও বলবো না।

২০০০ : আপনার বিরুদ্ধে কয়টি মামলা রয়েছে?

আরমান : একটি। শুধু মালিবাগ মোড়ের রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের মামলা।

২০০০ : আপনার বাহিনীর অন্য সদস্যারা এখন কোথায়?

আরমান : সবাই দেশের বাইরে। ২০০২ সালে সবাই বাইরে চলে গেছে।

২০০০ : আপনি লেখাপড়া করেছেন কতটুকু?

আরমান : দশম শ্রেণী পর্যন্ত। মগবাজারের নজরুল শিক্ষালয়ের ছাত্র ছিলাম।

২০০০ : আপনার আয়ের উৎস কি?

আরমান : আয়ের কোনো উৎস নেই।

২০০০ : র‍্যাব আপনাকে কখন গ্রেপ্তার করেছে?

আরমান : ৩ জুন শুক্রবার সকাল ৯টায়।

২০০০ : আপনার কাছে অস্ত্র ছিল?

আরমান : হ্যাঁ, র‍্যাব দুটি পিস্তল ও একটি রিভলবার উদ্ধার করেছে।

২০০০ : শুক্রবার সকাল থেকে আজ (শনিবার) সন্ধ্যা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

আরমান : র‍্যাব আমাকে নিয়ে কেরানীগঞ্জ, সাভার, মগবাজার, ধানমন্ডিসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরেছে।

২০০০ : নতুন প্রজন্মের কেউ আপনার মতো সন্ত্রাসী হোক, এটা কি চান?

আরমান : না। নতুন প্রজন্মের কেউ যেন এ পথে পা না বাড়ায়।

প্রবাল রহমান